OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 233 - 238
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকের কলমে ‘চিরাচরিত শিকল ভাঙার’ প্রতিবাদী স্বর

ইয়াসমিন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কুলতলি ড. বি.আর. আম্বেদকর কলেজ
Email ID : biswasyeasmin@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Domestic space, Self dependent, Shariyat Laws, Polygamy, Child marriage, Sarcastic protest, Empowerment, Rebellion.

Abstract
In the fast-changing global scenario if the 21st century a considerable section of women of the Muslim community have left an indelible mark with their soul starting writings, revolutionary spirit and strong person. From the misuse of the Shariyat laws by the patriarchal society, the stifling and humiliating domestic space for Female to their journey towards self-realization of their worth, these female Muslim writers have time & again questioned, criticized and protested against the gender discriminatory paradigms of the society. Their objective have solely remained towards cherishing liberation for females holistically which reiterates the lives philosophy of Farjunnesha Chaudhuri, Begum Rokeya Sekhawat Hossain towards cherishing ‘Freedom for Women’ in the true sense of the term. The importance of being educated in Bengali alongside Urdu was pivotal step of the 19th century progressive Muslim women in their journey towards self-reliance, self-dependency and women empowerment. This legacy is further taken forward by Utsa Sarmin, Sulfia Kamal and Selena Hossain through their writings in the 21st century. My paper will close read selected fiction of the aboue trio and tend to explore the feminine world in their struggle towards empowerment. Utsa Sharmin’s ‘Cholo Banddhu Bangi’ explores Ayesha’s struggle against all odds to be ‘educated’ and use it as a weapon to usher in a change in society. Utsa Sharmin making Ayesha the precursor of the ‘Rokeya Nari Unnyan Samity’ is a her fictional representation of her ideology. Cholo Bandhu Bangi thus highlights on the power and impact of education, collective effort and the awakening of the inner voice to protect and resistance against the shackles of society binds a female individual with. In a similar vein Masuma of Sufia Kamal’s ‘Bijayani’ tends establish her individualidentity her self-worth in society. Malekha of Selina Hossain ‘Izrat’ questions the biased attitude of society regarding the ‘izzat’ of female. In the patriarchab society where

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

females are threated to be violated and lose their so called 'izzat' even at the slightest instance, polygamy by males & is an accepted and established norm. Malekha trough her questioning of the biased discriminatory Shariyat laws and societal framework become an epitome, a representative figure, a voice of the innumerable suffering Muslim women over the centuries. Thus, this paper will focus on the struggle, the protest, the defenced of the female characters and the seeds of empowerment they scatter through the selected stories of Utsa Sharmin, Sufia Kamal, Selina Hossain. The modernization of the female space in their fictional world will be the focus of this paper.

Discussion

।। ক ।।

ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে গৃহস্থালি শিক্ষার মধ্যেই মুসলিম নারীরা সীমাবদ্ধ ছিলেন। সেই সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন কলকাতা বেথুন কলেজের (১৯২৩) প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা 'মুসলিম নারীর মুক্তি' প্রবন্ধে কামনা করে বলেছেন –

> "জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই বিংশ শতাব্দীর ঝড়ো হাওয়া বহু-কাল সুপ্ত মুসলিম নারীর প্রাণেও বেশ একটু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তা'রা একটা প্রকান্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখছে; এবং তাদের তুলনায় নিজেদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষ ভাবে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে, শুধু ভোগ্য বস্তু হয়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না। নারী এতকালনিজেকে মোহ-আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে-কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী-প্রাণ সেই কুৎসিত বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন করে বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে। সমস্ত নারী মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করবার যে প্রধান অস্ত্র–শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তাদের নাই-আছে কেবল দারুণ একটা আত্মগ্লানি, মর্মভেদী একটা অনুশোচনা আর সর্ব্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্খা। ...মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা খুব বেশী হলে দুই- একটা বাংলা বই পড়া, একটু চিঠিপত্র লেখা, আর অর্থ না বুঝে তোতাপাখির মতো আরবী পড়া।"[১]

পুরুষের উপর নির্ভর না করে মেয়েদের নিজেদের শিক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই নেওয়ার কথা ফজিলতুন্নেসা বলেছেন। তাঁর এই বিদ্রোহী মানসিকতার পদক্ষেপ আগেই গ্রহন করেছিলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথিকৃত হলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। তৎকালিন সময় পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত দেশবাসীর কোন ভবিষ্যত নেই। সেহেতু তিনি কুমিল্লা শহরে দুটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৩) স্থাপন করেছিলেন। তবে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার আধুনিকায়নের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক পথপ্রদশর্ক ছিলেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া অবরোধে অভ্যস্ত, দাসত্বে শৃঙ্খলিত নারীর সার্বিক মুক্তি ও স্বনির্ভর জীবনের দাবিতে কলম ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দু'জন নারী নিজ জীবনের যন্ত্রণা, অসম্মান, বঞ্চনার অভিজ্ঞতাকে পরিস্ফুটিত করার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন। সেখান থেকে উত্তরণে পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও সমান্তরাল ভাবে পালন করেছেন অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্ব নিয়ে। সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম মেয়েদের আধুনিকায়নের জন্য এ দু'জন নারীর আমৃত্যু কর্মপ্রবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অগ্রজ আলোকবর্তিকাদের আর্দশে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত মধ্যবিত্ত মুসলিম অন্তঃপুরে যে, শরিয়ত আইনের অপপ্রয়োগ, অসম্মানজনক দাম্পত্যজীবন, পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বলিষ্ঠ কণ্ঠে শ্লেষাত্মকভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধে তা তুলেধরার প্রচেষ্টা। বিশেষত মুসলিম লেখিকাদের ছোটোগল্পের আঙিনা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নারীদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিসত্ত্বা, যুক্তিবাদীমনন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চিত্র। এককথায় নারী ক্ষমতায়নের ছবি কর্মে ও মর্মে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

।। খ।।

বেগম রোকেয়া সারা জীবন নারীদের 'শুখনিদ্রা', ভাঙনের, তাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার কাজে যে অক্লান্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তার ফলপ্রসূ রূপ আমরা দেখতে পায় উৎসা সারমিনের লেখা 'চলো বাঁধ ভাঙি' গল্পে। 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি'র এক জনসমাবেশ ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনির সূচনা। উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন আয়েশা খাতুন। সঞ্চালক আকিনা। অসহায়, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিতা, নারীদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। সেদিনের সমাবেশে নিজেদের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জীবনের কথা তুলে ধরেছিল বেশকিছু নারী। মাজেদা ও ফতিমা তাদের মধ্যে অন্যতম। মাজেদা তার অসম্মানিত দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু উনিশ বছর বয়সী ফতেমার কাহিনি মহাশয়াকে নিজ অতীত জীবনে নিয়ে যায়। অতীতের স্মৃতিতে তিনি এতটাই মগ্ন হয়ে যান যে বাস্তবতা থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়েন। ছোটো বয়সে আয়েশা অত্যন্ত মেধাবী ছিল। স্কুলের শিক্ষকেরা তাকে খুব স্নেহ করতো ও পড়াশোনার জন্য উৎসাহ দিত। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক কূপমণ্ডুকত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের বেশি শিক্ষা লাভ করাটা ছিল গর্হিত অপরাধ। তাদের কথায়— 'ইজ্জত খোয়া যাবে' কিংবা প্রতিবেশী মহিলার কথায়—

> "ওমা এত বড়ো আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে আর বাপের কোনো হুঁস নাই? এতবড়ো মেয়ে আবার পড়ে নাকি? আমাদের মেয়েদের তো এই বয়সে বিহ্যা হয়ে গিয়েছিল।"[২]

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনায় বাধ্য হয়ে আয়েশার পিতা তার বিয়ে দেন। কিন্তু মিথ্যাবাদী, গোঁড়ামতাদর্শী শাশুড়ীর অত্যাচার, বেকার স্বামীর মাত্রাতিরিক্ত গালাগালি, পাশবিক অত্যাচার আয়েশার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। রাতের অন্ধকারে হাতুড়ি দিয়ে দরজা ভেঙে শ্বশুরবাড়ি থেকে সে পলায়ন করে। আয়েশা ভেবে ছিল, পিতার কাছে থেকে দুমুঠো ভাত খেয়ে লেখা পড়া করবে।কিন্তু সমাজের মাতব্বরদের শাসানির ভয়ে ভীতু পিতা পুনরায় বিয়ের আয়োজন করেন। আত্মপ্রত্যয়ী আয়েশার প্রথম প্রতিবাদ -

> "আবার বিয়ে? আমি কি একটা পুতুল? শুধু সবার হাতে হাতে ঘুরে বেড়াব? আমার পড়াশোনার ইচ্ছেকে কেউ কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। আব্বা দায়মুক্ত হওয়ার জন্য আবার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আমি মেয়ে বলে কি আমার কোনো মন নেই? ইচ্ছে-অনিচ্ছা, মান সম্মান নেই?"[৩]

পরবর্তীতে অসীম স্যারের সহযোগিতায় আয়েশা বাংলা বিষয়ে এম. এ পাশ করে স্কুলের দিদিমুণি হয়। দিদিমুণি আয়েশার মঞ্চে উঠেই প্রথম ভাষণ –

> "প্রথমে কাঁদলে পরে বুঝেছি যে কাঁদা খুব লজ্জাকর বিষয়। কান্না দিয়ে এই সংগঠনের সৃষ্টি।"[৪]

আয়েশার অঙ্গীকার –

> "আজ আমাদের চোখের জল যাতে আগুন হয়ে ওঠে তা দেখাই আমাদের কর্তব্য।"[৫]

অসহায়, সংশয়ান্বিত, সঙ্কুচিত, অবলা মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর তাগিদে তিনি এক গল্প তুলে ধরেন। শর্মিলা নামে এক ব্যক্তিত্বহীন নারীর গল্প। সংসারের বেড়াজালে জর্জরিত নারী কীভাবে ভুলে যায় তার প্রকৃত নাম কি ছিল। স্বামী, সন্তান, পাড়া প্রতিবেশী কারো কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে পথভোলা পথিকের মতো হেঁটে চলে রাস্তায়। অবশেষে এক বন্ধুর সাক্ষাতে সে তার শর্মিলা নামটি উদ্ধার করে। আয়েশ খাতুন সে সব ব্যক্তিত্বহীন, আত্মবিশ্বাসহীন, আমিত্বহীন নারীদের উদ্দেশ্যে তীব্র জড়ালো আহ্বান –

> "অম্মুকের বউ, অম্মুকের মা, এই পরিচয় নিয়ে থাকবেন না। বেগম রোকেয়া আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এগোতে হবে। রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হবে, উপার্জন করবে। আর সেই উদ্দেশ্য সফল করার দিকেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। মুখ বুজে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা চলবে না। আসুন, চলুন মেয়েদের ওপর বিধি নিষেধের বাঁধ ভাঙি।"[৬]

।। গ।।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"কেন নিবে গেল বাতি/আমি অধিক যতনে ঢেকে রেখেছিনু তারে/ জাগিয়া বাসর রাতি/ তাই নিবে গেল বাতি।" বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সচেতন ভাবে নারী সমাজকে বারংবার ব্যঙ্গের কষাঘাতে আঘাত করে করে তাদের জ্ঞানের জাগরণের প্রচেষ্টা করে গেছেন। সেই সঙ্গে পুরুষ সমাজের প্রতি আবেদন – "অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের।"

অর্থাৎ তিনি মেয়েদের 'অচেতন পদার্থ', 'ভোগ্যপন্য' হয়ে নয়, নিজ বুদ্ধিতে নিজ কর্মে নিজ অধিকারে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। বেগম রোকেয়ার এই আর্দশ্যবাদের বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পায় সুফিয়া কামালের লেখা 'বিজয়িনী' গল্পের। মাসুমা চরিত্রে। গল্পের সূচনা 'শরতের শেফালী ঝরা প্রভাত'। যা গল্পের নারী চরিত্র মাসুমার চরিত্রের গুণাবলীর ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প। শরতের আবহাওয়ার মতো যার সান্নিধ্য অত্যন্ত স্নিগ্ধ, শান্ত। শেফালির শুভ্রতার মতো চরিত্র পবিত্র, বিনয়ীচরিত্র। প্রভাতের আলোর মতো তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নিয়তির নির্মমতায় জেলার এস-ডি-ও আসমত আলী ও তার স্ত্রী হাজেরা বিবির কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল মাসুমাকে। ওস্তাদের মেয়ে মাসুমাকে বোনের পরিচয়ে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন আসমত আলী সাহেব। কিন্তু ঘটনাক্রমে অতীতের দিনগুলি বর্তমান ক্যানভাসে ভেসে ওঠে। রাস্তায় অসহায় অবস্থায় রুগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকা বাল্য বন্ধু আবুল কাসেম চৌধুরীকে ঘরে নিয়ে আসার ঘটনা। মূল কাহিনি সূত্রপাত সেখান থেকে। বাল্যকালের ভালোবাসা মাসুমাকে, মাস্টারআলীর স্ত্রীবেশে দেখে কাসেমের স্মরণে আসে স্ত্রী আসেমা এবং মাসুমার ব্যক্তিত্বের তুলনা —

> "আসেমা সযত্নে তৈরী কাট্ গ্লাসের জিনিস আর মাসুমা বহুমূল্য সাধারণ কাটের একখণ্ড হীরক।"[৭]

হীরকের দ্যুতির মতো অপরূপ দ্যুতির ছটা কাসেম বুঝতে পারে মাসুমার উত্তরে —

> "ইস! ভয় আমি কাউকেই করিনা, তবে বড়লোকের বাড়ি গেলে এতদিন পর দেখে যদি কেউ চিনতে না পারে সেই ভেবে যায় নি।"[৮]

আত্মাভিমানী, স্পষ্টবাদী মাসুমার কাথায় কাসেম নিশ্চুপ হয়ে যায়। অন্তঃসত্ত্বা মাসুমার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। মাসুমা ও আলীর সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া এসে পড়ে টাইফয়েড জ্বরে আলীর মৃত্যুর পর। কর্তব্যনিষ্ঠায় রত মাসুমার চোখে মুখে তখনও কোনোরূপ শোকের ছায়া কাসেম দেখতে পেলো না। সে পরিস্থিতিতেও যেন জননীসত্ত্বা ও আলীর ছোটো ভায়ের অভিভাবক সত্ত্বায় মাসুমার মুখশ্রী আত্মবিশ্বাসে প্রজ্জ্বলিত। স্বাবলম্বী, আত্মাভিমানী নারীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা যায় কাসেমের দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাবে "আর একটি বিয়ে করবার ইচ্ছে আপনাদের হলেই স্ত্রী দোষ দেন। কিন্তু নিজের মনের দোষটা আপনাদের চোখে পড়ে না।"

কাসেমের ছোটোবেলা থেকে ভালোবাসার কথায় —

> "আমি জানি। কিন্তু যাকে ভালোবাসা যায় তাকে যে ভোগ করতেই হবে একথা কেন মনে করেন?"[৯]

অপর দিকে মনোক্ষুণ্ণ কাসেমের দেওয়া মিথ্যা চরিত্রের অপবাদ প্রসঙ্গে রুদ্ধ দেবর এমামের ব্যবহার প্রতি অগ্নিচোখে প্রজ্জ্বলিত মাসুমার শ্লেষাত্মক উক্তি –

> "এমাম! তুমিও কি পাগল হলে? ওঁর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলে?"
>
> পরক্ষণে— "ছি! লোকে কি কুকুরকে কামড়ায়? কুকুরই লোককে কামড়ায়?" [১০] ইত্যাদি।

মাসুমাকে ভোগ্যবস্তু ভেবে তাকে পাওয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় কাসেম। মোহভঙ্গে অনুশোচনা গ্রস্ত আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কাসেমের অন্তিম ইচ্ছে প্রকাশ করে বন্ধু আসমতের কাছে – "সে মহীয়সী। তার পা দুটি ধরে শুধু ক্ষমা চেয়ে নিতুম।"

মানুষ মাত্রই স্বতন্ত্র। সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। বৈচিত্রময় জীবনের উত্থান–পতনের সাথে নিজ বিচার-বিবেচনা-বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করে যেতে হয়। তাতেই জীবনের সার্থকতা। কাসেমের ক্ষমার প্রর্থনায় স্নেহশীল, বিনয়ীভাব মাসুমার মন্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ প্রাসঙ্গিক -

> "ভলো করেছিলেন, দুঃখ দিয়েছিলেন — দুনিয়া চিনলুম। আমরা দুঃখ নেই–অপনিও দুঃখ রাখবেন না। দুনিয়া বেঁচে থেকে অনেক কিছু করবার আছে। শুধু একজনের অভাবে কিছু আসে যায় না।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাসুমার এই আত্মোপলব্ধিটি নারীদের "অচেতন পদার্থ', ভোগ্যবস্তু, পরাশ্রিতা, অবলা, ইত্যাদি অপবাদের যোগ্য জবাব, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গল্পের 'বিজয়িনী 'নামকরণের মতো গল্পের নারী চরিত্র মাসুমা কূপমণ্ডুক সমাজের নারী কেন্দ্রিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে জয় করে বিজয়িনী হয়েছেন।

।। ঘ।।

ধর্মের শরিয়তি বিধানের অপপ্রয়োগে বহুবিবাহ প্রথার প্রতি 'ইজ্জত' গল্পের মালেকা চরিত্রের যুক্তিবাদী প্রশ্ন -

> "যে লোক চার জন স্ত্রী নিয়ে এক বাড়িতে বাস করে সে চরিত্রবান, সে ভ্রষ্ট হয় না? এতে নাকি সম্মান বাড়ে বংশের ইজ্জত বাড়ে!"[১২]

'ইজ্জত' শব্দের গৌরব রক্ষার দায়ভার শুধু মাত্র নারী সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ পুরুষ সমাজ তা থেকে বর্হিভূত মানসিকতার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মালেকা। বহুপত্নীক স্বামীর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নিজের মতো করে ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছে হয় মালেকার। তাতে বহুপত্নীক স্বামীর কাছে চরিত্রহীন অপবাদে লাঞ্ছিত হতে হয় মালেকাকে। যার অবধারিত শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুর পর শবদাহ সৎকার কার্যে দুই ভায়ের ভূমিকায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে মালেকার ভয়ংকর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ –

> "চরিত্র হীন বোনের লাশ দাফন করতে ওদের আগ্রহ ছিল না। বোনের শরীর শেয়াল কুকুর খেলে কতটা ইজ্জত বাড়ে সেটা ওরা বোঝেনা! ধর্মমাফিক দাফন না হলে কতোটা ইজ্জত বাড়ে সেটাও ওরা বোঝে না! বোঝে শুধু মেয়ে মানুষের মিথ্যে অপবাদ!"[১৩]

বাকলজোড়া গ্রাম মলেকার জন্মভূমি। সে তার গ্রামকে খুব ভালোবাসে। তাই সেখানকার নারীদের অসাহয়তা, অবমাননা, তাকে ভীষণ ভাবে কষ্ট দেয়। অশরীরী হওয়ায় নারী নির্যাতনকারীদের সে শুধু ভয় দেখাতে পাড়ে। আর কিছু করতে না পারার যন্ত্রনা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। আগুনে জলন্ত লোহার শলাকার ছেঁকা দেওয়ার মতো মালেকার ইচ্ছে হয়। লেখিকার কথায় —

> "ঐ ইজ্জতের পাছায় লাথথি মারার জন্য আর একবার বাকলজোড়া গ্রামে ফিরে আসতে চায়।"[১৪]

মুসলিম নারীদের এ হেন শ্লেষাত্মকভাবে প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার নারী সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

।। ঙ।।

'অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনী' বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং নবান ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী আবেদন বাস্তবে নারী সমাজে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে চলেছে। যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে 'চলো বাঁধ ভাঙি' গল্পে আয়েশা, 'বিজয়িনী' গল্পে মাসুমা, 'ইজ্জত' গল্পে মালেকাদের মতো নারীরা। সুতরাং বলা যেতে পারে অন্ত:পুরের প্রতিবন্ধকতার শিকল ভেঙে কর্মে ও মর্মে নারীর ক্ষমতায়নের তথা আধুনিকায়ন প্রতিক্ষণ ঘটে চলেছে। ভবিষ্যতে তার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে আমরা তাতে আশাবাদী।

Reference:

১. খাতুন, আফরোজা' বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৩
২. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫১
৩. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তেরবাইরেঅন্দরের গল্প' দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫৩
৪. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫৪
৫. তদেব, পৃ. ২৫৪
৬. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৫৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 233 - 238
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩১৩
৮. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩১১
৯. তদেব, পৃ. ৩১৭
১০. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩১৯
১১. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৩২২
১২. তদেব, পৃ. ২২৬
১৩. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২২৭
১৪. খাতুন, আফরোজা, বেগম, মালেকা, 'বৃত্তের বাইরে অন্দরের গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ২৩০